অধ্যায় 5

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

বিষয়সংক্ষেপ

[1] ভারতে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের (National Education Movement) পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষাব্রতী, দেশহিতৈষী মানুষ হলেন—গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ।

[2] প্রথম পর্বের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণগুলি হল—(i) জাতীয় শিক্ষামূলক চিন্তাভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি, (ii) আদর্শ শিক্ষকের অভাব, (iii) জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা সরকারি চাকরিতে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ায় জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

[3] জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের জীর্ণতা কাটাতে চরমপন্থীরা পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ-এর ডাক দিয়েছিলেন। এর ফলে বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রে আবার বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই যুগকে বলা হয়, 'তিলক-বিপিন-লাজপত' যুগ বা 'লাল-বাল-পাল' যুগ।

[4] জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন গঠিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল ইংরেজ সরকারকে সাহায্য না করা, সরকারি স্কুল-কলেজ বন্ধ করা প্রভৃতি।

[5] মহাত্মা গান্ধি প্রবর্তিত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা, বুনিয়াদি শিক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্বের সূচনা ঘটে। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য গান্ধিজির নেতৃত্বে 1937 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় একটি শিক্ষাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষাবিদগণের মতামতের ভিত্তিতে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত ওই পরিকল্পনা হল ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (Wardah Scheme)।

Scanned by CamScanner

[6] ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরির উদ্দেশ্যে ড. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। 1937 খ্রিস্টাব্দের 2 ডিসেম্বর এই কমিটি তাঁদের তৈরি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেন। ওই রিপোর্ট গান্ধিজি সমর্থন করেন। ওই শিক্ষা সংক্রান্ত দলিলের অন্তর্ভুক্তিতে ছিল—(i) একটি মৌলিক শিল্প, (ii) মাতৃভাষা, (iii) সাধারণ বিজ্ঞান, (iv) সমাজবিজ্ঞান, (v) গণিত, (vi) সংগীত ও অঙ্কন, (vii) হিন্দুস্থানের ভাষা—হিন্দি বা উর্দু।

[7] 1945 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, সেবাগ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রমে সংযোজন, বিয়োজন-এর নিমিত্ত একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জীবনের চারটি স্তরের জন্য চারটি পৃথক পাঠক্রমের কথা ব্যক্ত করা হয়। সেগুলি হল—

(i) প্রাক্-বুনিয়াদি শিক্ষা: 7 বছর বয়সের নীচে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

(ii) বুনিয়াদি শিক্ষা: 7 বছর থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

(iii) উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষা: বুনিয়াদি শিক্ষার উত্তর পর্বে প্রাপ্তযৌবন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

(iv) বয়স্কদের শিক্ষা: সর্বস্তরের বয়স্কদের জন্য শিক্ষা।

[8] গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থায় বা 'নঈ তালিম'-এ যে দুটি শিক্ষা পদ্ধতি বা নীতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল—(i) সক্রিয়তার নীতি (Principle of Activity) (ii) অনুবন্ধের নীতি (Principle of Correlation)।

[9] স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় সরকারের উদ্যোগে যে সমস্ত শিক্ষা কমিশন, কমিটি বা ভারতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ—

(i) 1948 খ্রিস্টাব্দে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন—'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, 1948-49' (University Education Commission, 1948-49) বা 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, 1948-49'।

(ii) 1952 খ্রিস্টাব্দে ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে গঠিত দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন—'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, 1952-53' (Secondary Education Commission, 1952-53) বা 'মুদালিয়র কমিশন, 1952-53'।

(iii) 1964 খ্রিস্টাব্দের 14 জুলাই ড. ডি এস কোঠারির সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন—'কোঠারি কমিশন, 1964-66' বা 'ভারতীয় শিক্ষা কমিশন' (Indian Education Commission)।

(iv) 1968 খ্রিস্টাব্দে এবং 1986 খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষানীতি (National Eudcation Policy)। তবে 1968 খ্রিস্টাব্দে যে জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়েছিল তা সামাজিক বৈষম্য, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে বাস্তবায়িত হয়নি।

Scanned by CamScanner

তাই তিনি 1905 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পতাকার রূপ দেন এবং 1906 খ্রিস্টাব্দে ওই পতাকা প্রদর্শিত হয়। 1907 খ্রিস্টাব্দের 22 আগস্ট মাদাম কামা নিবেদিতা সৃষ্ট জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন।

[29] জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলি হল—ভাগবৎ চতুষ্পাঠী স্থাপন, ডন পত্রিকা প্রকাশ এবং ডন সোসাইটি স্থাপন প্রভৃতি।

[30] জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে সকল স্বনামধন্য মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

[31] স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা, শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা সহ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে সীমাবদ্ধতা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের দীনতা উপলব্ধি করেছিলেন। এই শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে তিনি 1895 খ্রিস্টাব্দে ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাকে কেন্দ্র করে 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠী' গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।

[32] ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা বহনকারী 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠী'র আদর্শ-সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 1897 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন 'ডন পত্রিকা'। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে এই পত্রিকায় জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিষয়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপানো হত।

[33] সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 1902 খ্রিস্টাব্দে বেসরকারি সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ডন সোসাইটি', যেখানে স্থান পেয়েছিল 'ডন পত্রিকা'।

[34] ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যে সমস্ত বিদগ্ধ শিক্ষাবিদের লেখায় 'ডন পত্রিকা' সমৃদ্ধ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—যদুনাথ সরকার, মহেন্দ্রলাল সরকার, বিপিন চন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভগিনী নিবেদিতা, অ্যানি বেসান্ত প্রভৃতি।

[35] জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে গতি আনতে 'ডন পত্রিকা'র অন্তর্গত 'ছাত্রবিভাগ'-এ সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয় এবং আত্মপ্রত্যয়, আত্মসত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ বোধের পন্থা প্রভৃতি তুলে ধরা হত।

[36] 'ডন পত্রিকা'র প্রয়োগ বাহু (Action wing) ছিল 'ডন সোসাইটি'। এই প্রয়োগ বাহুর মূল লক্ষ্য ছিল—শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির উত্তরণ ও প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটানো। এই সোসাইটি সাধারণ মহাবিদ্যালয়ে প্রথাগত শিক্ষার (Formal Education) সীমাবদ্ধতা দূর করে। এ ছাড়াও মনীষীদের কাছ থেকে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা গ্রহণ ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে।

Scanned by CamScanner

[21] 1906 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রী অরবিন্দ অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন ও জাতীয়তাবাদের কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষার সম্প্রসারণে ব্রতী হয়েছিলেন।

[22] বিপ্লবী অরবিন্দের রচনাগুলি 1906 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1910 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'বন্দেমাতরম্'-এর 100টি সম্পাদকীয়তে, 1909 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1910 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'ধর্ম ও কর্মযোগী'তে প্রকাশিত হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বিষয়ে তাঁর মতামত, বিক্ষিপ্ত দেশাত্মবোধক বক্তৃতা প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ধারায় জোয়ার এনেছিল।

[23] মাতৃমুক্তির অন্যতম সাধক বিপ্লবী অরবিন্দ 1908 খ্রিস্টাব্দের 3 মে বোমা বিস্ফোরণে যুক্ত থাকার অভিযোগে কারাবরণ করেছিলেন। বিচারে বিচারপতি Beachcroft সাহেবের রায়ে শ্রী অরবিন্দ-সহ কয়েকজন মুক্তি পান। এর পরবর্তী স্তরে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোনিবেশ করেন ও পণ্ডিচেরিতে (পুদুচেরি) আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

[24] স্বামীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে 1898 খ্রিস্টাব্দের 28 জানুয়ারি নিবেদিতা (তখন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল) ভারতে এসে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষিত হন এবং 'নিবেদিতা' নামে পরিচিত হন।

[25] বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতার জাতীয় ভাবনা নিহিত আছে, তাঁর রচিত 'The Master as I saw Him', 'Notes of some wanderings with Swami Vivekananda', 'The web of Indian life' প্রভৃতি গ্রন্থে।

[26] সাধিকা নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রাচ্যের মেয়েদের মধ্যে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মত্যাগী করে তুলতে হলে চাই শিক্ষা। তাই তিনি 1898 খ্রিস্টাব্দের 13 নভেম্বর মা সারদাদেবীর উপস্থিতিতে বাগবাজার পল্লিতে নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয়ের সূচনা করেছিলেন।

তাঁর ভাষায়, "Her (Indian's) sanctuary today is full of shadows. But when the womanhood of India can perform the great Arati of Nationality, that temple shall be all light, ray, the dawn verily shall be near at hand."

[27] ভগিনী নিবেদিতা বুঝেছিলেন, মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হল জাতীয় শিক্ষা বা জাতীয়তা। তাই তিনি প্রার্থনায় জানিয়েছিলেন, "হে জাতীয়তা! তুমি আমার কাছে সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান যে-কোনো রূপে এসো, আমাকে তোমার করে নাও।"

[28] ভগিনী নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে গতি আনতে হলে চাই জাতীয় প্রতীক, জাতীয় পতাকা।

Scanned by CamScanner

[13] জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধা রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা সংস্কার', 'শিক্ষা সমস্যা', 'শিক্ষাবিধি', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', 'বিশ্বভারতী শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি শিক্ষামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে মানুষ গড়ার কাজে (Man making) ব্রতী হয়েছিলেন ও জাতীয়তাবাদে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

[14] সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভাববাদের (Idealism) পূজারি হলেও শিক্ষাচিন্তায় তিনি কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর শিক্ষা চিন্তায় ছিল বাস্তববাদের (Realism/Materialism) পরশ ও জাতীয়তাবাদের রসদ। তিনি পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যার মধ্যে সমন্বয়সাধন, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন করতে চেয়েছিলেন।

[15] স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষা হল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অন্তর্নিহিত সত্তার প্রকাশ ("Edcuation is the manifestation of perfection already in man.")।

[16] সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হল চরিত্র গঠন (Character building) এবং মানুষ তৈরিতে (Man making) সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যকে অন্যতম হাতিয়ার করে জাতীয় চেতনাকে (National Consciousness) বৃদ্ধি করতে হবে ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

[17] স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন বাস্তবসম্মত, দেশজ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-ধর্মকেন্দ্রিক গণশিক্ষা (Mass education), যা গণ সচেতনতা (Mass Consciousness) গড়ার অন্যতম হাতিয়ার। এই সচেতনতাই কুসংস্কারভরা দেশবাসীকে মুক্ত করতে পারে।

[18] বিবেকানন্দ জাতীয় উন্নয়ন, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি নারীশিক্ষার উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "There is no hope of rise for that family or country where there is no education of women, where they live in sadness. For this reason, they have to rise first."

[19] স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষকদের ত্যাগের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষক হবেন ত্যাগী, চিত্তসংযমী, স্নেহ প্রবণ ও পবিত্র মনের অধিকারী। তাঁর ভাষায় "Tyagi can be a good teacher. A teacher must be dedicated to his profession and teach with devotion and purity of mind and heart."

[20] ভারতের তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড কার্জনের দুরভিসন্ধিতে 1905 খ্রিস্টাব্দের 16 অক্টোবর বাংলা দু-ভাগ হয়। রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলা ভাগ হলেও বাস্তবে বাংলার ভাই-বোন, বাংলার মানুষ এক ও অভিন্নতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। বিচ্ছেদ মাঝে এই অভিন্নতাকে ধরে রাখতে চালু হয় 'রাখি বন্ধন উৎসব'।

Scanned by CamScanner

(v) রামমূর্তি কমিটি 'জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986'-এর কর্মধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে, 1990 খ্রিস্টাব্দের 26 ডিসেম্বর যে সুপারিশ পেশ করেছিলেন, সেটিকে বলা হয়, "Toward an enlightened and human society, NEP 1986–A review."

(vi) রামমূর্তি কমিটির খসড়া, জনার্দন কমিটির কিছু সুপারিশ-সহ প্রস্তাব পার্লামেন্টে 1992 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে অনুমোদিত হয়। এই চূড়ান্ত খসড়া রূপায়ণের জন্য যে কর্মসূচি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়, তাকে বলা হয় Programme of Action (POA), 1992।

(vii) রামমূর্তি কমিটি এবং জনার্দন কমিটির সুপারিশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্জুন সিং পার্লামেন্টে জাতীয় শিক্ষানীতির মূলকাঠামো অপরিবর্তিত রেখে দুটি নতুন প্রস্তাব রাখেন। একে বলা হয় National Policy on Education, Revised Policy Formulation, 1992.

(viii) স্বাধীনতার উত্তর পর্বে সমাজের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসকল্পে বিভিন্ন কমিশন, কমিটি, সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সময় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশে এবং NCERT (National Council of Educational Research and Training)-এর সহায়তায় অধ্যাপক যশপাল-এর নেতৃত্বে রচিত হয় National Curriculum Frame Work, 2005 (NCF-2005) অর্থাৎ জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা 2005। এই রূপরেখার অন্তর্ভুক্ত হয় শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশমূলক পাঠক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতির নমনীয়তা, বিদ্যালয় পরিবেশ স্বচ্ছতা, সকলের জন্য শিক্ষার যোগ সাধন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে একাত্মতা প্রভৃতি।

[10] জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জাতীয় শিক্ষা-চেতনার অসামঞ্জস্যতার দিকটি তুলে ধরেছেন।

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ লর্ড মেকলের (Lord Macaulay) 'চুঁইয়ে পড়া নীতি'র (Downward filtration theory) তীব্র নিন্দা করেছেন। এই চুঁইয়ে পড়া নীতিতে বলা হয়েছে, সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষগুলিকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তার ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের কাছ থেকে সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষা ক্রমশ চুঁইয়ে পড়বে।

[11] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিলেন।

[12] রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে গণশিক্ষাই কুসংস্কার দূর করে, জাতীয় সংহতি ও বিশ্বসংস্কৃতি গড়তে পারে। তাই গণশিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার।

Scanned by CamScanner

[2] বুনিয়াদি শিক্ষা: 7 বছর থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

[3] উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষা: বুনিয়াদি শিক্ষার উত্তর পর্বে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

[4] বয়স্কদের শিক্ষা: অশিক্ষিত বয়স্কদের জন্য শিক্ষা।

পাঠ্যক্রম বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থায় যা 'নঈ তালিম'-এ যে দুটি শিক্ষা পদ্ধতি বা নীতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল—[1] স্বাবলম্বনের নীতি, [2] সমন্বয়ের নীতি। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক সংকট, সরকারি শিক্ষা পরিকল্পনা অপর্যাপ্ত এবং প্রশাসনিক ত্রুটি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, জনসাধারণের অনীহার ফলে যথাযথভাবে কার্যকরী হয়নি। ভারতের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্রমবিকাশ এখানেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছিল।

স্বাধীনতার উত্তর পর্বে জাতীয় শিক্ষা বিকাশের ধারা

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকারের উদ্যোগে 1948 খ্রিস্টাব্দে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে প্রথম যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তা ছিল প্রধানত উচ্চশিক্ষা কমিশন। এরপর 1952 খ্রিস্টাব্দে ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, তাই একে মুদালিয়র কমিশন, 1952-53 বা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, 1952-53 ও বলা হয়। উক্ত কমিশনগুলির রিপোর্ট শিক্ষার সামগ্রিক রূপদিশায় অসম্পূর্ণ থাকায়, তৎকালীন University Grants Commission এর চেয়ারম্যান ড. ডি. এস. কোঠারীর সভাপতিত্বে 1964 খ্রিস্টাব্দের 14 জুলাই ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। কোঠারি কমিশন, 1964-1966-এ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সুসংহত রূপ পরিলক্ষিত হয়। কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতির যে বুনিয়াদ তৈরি করেছিল, সেই বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করে 1968 এবং 1986 খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষানীতি। 1968 খ্রিস্টাব্দে যে জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়েছিল, তা সামাজিক বৈষম্য, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে 1986 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সরকার অনুমোদিত শিক্ষা দলিল—জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986। রামমূর্তি কমিটি 'জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986'-এর কর্মধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে, 1990 খ্রিস্টাব্দের 26 ডিসেম্বর যে সুপারিশ পেশ করেছিল, সেটিকে বলা হয়, 'Toward an enlightened and humane Society, NEP, 1986–A review.'।

রামমূর্তি কমিটির খসড়া, জনার্দন কমিটির কিছু সুপারিশ-সহ প্রস্তাব পার্লামেন্টে 1992 খ্রিস্টাব্দে যে বাবে অনুমোদিত হয়। এই চূড়ান্ত খসড়া রূপায়ণের জন্য যে কর্মসূচি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়, তাকে বলা হয় 'Programme of Action' (POA), 1992।

রামমূর্তি কমিটি এবং জনার্দন কমিটির সুপারিশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্জুন সিং পার্লামেন্টে জাতীয় শিক্ষানীতির মূলকাঠামো অপরিবর্তিত রেখে দুটি নতুন প্রস্তাব রাখেন, যাকে বলা হয় 'National Policy on Education, Revised Policy Formulation, 1992'। দীর্ঘকালের জাতীয় শিক্ষার ইতিহাস এভাবেই এগিয়ে চলে।

প্রশ্ন 2 **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো।**

• উত্তর

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কবি, শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সংগীত শিল্পী, দার্শনিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি। এক কথায় বহুমুখী প্রতিভার পুরোহিত। তাঁর জীবনদর্শনের বীজ শিক্ষাদর্শনে রোপিত আছে। তাঁর শিক্ষাদর্শনের বীজে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পরিসরে অঙ্কুরিত হয়েছে, বিকশিত হয়েছে, এর ফলে তিনি হয়েছেন কালজয়ী।

জাতীয় শিক্ষার ধারণা

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সময়ে ভারতবাসীরা বিশেষভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে, ভারতীয় রীতিনীতি, বিশ্বাস, আদর্শ, ধর্মবিরোধী বিদেশি শিক্ষা মূলত জীবনের সঙ্গে সংযোগবিহীন। তাই শিক্ষা সংস্কারের জন্য জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন

মানসিক প্রবণতা। 1918 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে 1919 খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষা অবহেলিত হয়।

ঐ সময় রাওলাট রিপোর্টের ভিত্তিতে যে রাওলাট আইন পাস হয়, তাতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার পথ নির্দেশ ছিল। ফলে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিতে থাকে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য না করা, সরকারি স্কুল ও কলেজ বর্জন করা প্রভৃতি। এই সময় মুসলমানগণ 'খিলাফৎ আন্দোলন' শুরু করেন ও মহাত্মা গান্ধি তা সমর্থন করলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের সেতুবন্ধন তৈরি হয়। ফলে বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগের ডাক দেওয়া হয়। ছাত্ররা এগিয়ে আসে। ফলে স্বাধীনতাকামী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য 1921 খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন আর মুসলমানরা 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশে জাতীয় বিদ্যাপীঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বৃত্তি শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয় কারিগরি স্কুল, মেডিকেল স্কুল, আর্ট স্কুল ও সাধারণ বিদ্যালয়। কিন্তু বিদেশি রোষের কারণে ওই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। তবু ওই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্বের ব্যর্থতা

রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্থান আর পতন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার ফলে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়। অনেক শিক্ষালয় বন্ধ হয়ে যায়। অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকা শিক্ষালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা দেশসেবায় ব্রতী হন।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির প্রবর্তিত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা এবং বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্বের সূচনা ঘটে। গান্ধিজি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হলে নতুন শিক্ষাক্রমের আশু প্রয়োজন, তাই তিনি নতুন প্রয়াস গ্রহণ করেন। তাঁর এই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য 1937 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় তাঁরই সভাপতিত্বে একটি শিক্ষাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আসা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের মতামতের ভিত্তিতে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত এই পরিকল্পনা 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' (Wardha Scheme) নামে খ্যাত। ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরির উদ্দেশ্যে ড. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। 1937 খ্রিস্টাব্দে 2 ডিসেম্বর ওই কমিটি কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করা হলে তা মহাত্মা গান্ধি সমর্থন করেন। ওই শিক্ষা সংক্রান্ত দলিলে ছিল—[1] একটি মৌলিক শিল্প, [2] মাতৃভাষা, [3] সাধারণ বিজ্ঞান, [4] সমাজ বিজ্ঞান, [5] গণিত, [6] সংগীত ও অঙ্কন, [7] হিন্দুস্থানের ভাষা—হিন্দি বা উর্দু।

বুনিয়াদি শিক্ষার অর্থ

Basic শব্দটি এসেছে 'Base' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল কোনো কিছুর ভিত বা তল, যার ওপর সমস্ত বুনিয়াদই দাঁড়িয়ে আছে।

পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত ওই দলিলের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। শেষে 1945 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম সংযোজন ও বিয়োজন-এর নিমিত্ত সেবাগ্রামে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। ওই সম্মেলনে জীবনের চারটি স্তরের জন্য চারটি পৃথক পাঠক্রমের কথা উল্লিখিত হয়।

উক্ত পরিকল্পনার রূপরেখা হল—

[1] প্রাক্-বুনিয়াদি শিক্ষা: 7 বছর বয়সের নীচের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

Scanned by CamScanner

বিভাগ ক

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 10

প্রশ্ন 1 ভারতে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্রমবিকাশমূলক ধারাটির বিবরণ দাও।

উত্তর

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্রমবিকাশমূলক ধারা

শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের ধ্যান-ধারণায় প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ থাকলেও সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষায় সরকারি কর্তৃত্বের কঠোরতা বৃদ্ধি, মাধ্যমিক শিক্ষার সংকোচন নীতি, বঙ্গভঙ্গ ক্রিয়াকলাপ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার প্রয়াস। কিন্তু এই সকল প্রয়াসই ভারতে জাতীয়তাবাদের মূলানোচ্ছেদকে বিকশিত ও শক্তিশালী করে, ফলে আন্দোলনের ধারা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় এই আন্দোলনই হল স্বদেশি আন্দোলন। ইংরেজ সরকার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে 'কার্লাইল সার্কুলার'-সহ অন্যান্য সার্কুলার জারি করে, ছাত্রদের শাস্তিদানের নীতি প্রবর্তন করে। কিন্তু জাতীয়তাবোধে উদবুদ্ধ ছাত্রসমাজকে থামিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তারা স্বদেশপ্রেমের তাড়নায় বিপ্লবী সমিতিগুলির তালিকায় নাম নথিভুক্ত করে।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পথ ধরেন। শুরু হয় 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন'। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন শিক্ষাব্রতী, দেশহিতৈষী চিরস্মরণীয় পুরুষ—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা।

এঁদের প্রচেষ্টায়, সমাজসচেতনতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে ওঠে। কলকাতা জাতীয় মহাবিদ্যালয় (National College) স্থাপিত হয় এবং এর অধ্যক্ষের পদটি গ্রহণ করেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। কারিগরি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য খোলা হয় Technical School। এভাবেই দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয় নানা ধরনের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটিই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব যা নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। এ ছাড়াও এই পর্বে সৃষ্টি হয়েছিল যথার্থ জাতীয় সংহতির বাতাবরণ।

প্রথম পর্বের ব্যর্থতা

প্রথম পর্বের এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতার অন্যতম কারণগুলি হল—[1] জাতীয় শিক্ষামূলক ভাবনাচিন্তা বাস্তব রূপ পায়নি, [2] আদর্শ শিক্ষকের অপ্রতুলতা, [3] জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা সরকারি চাকরিতে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ায় জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের ব্যর্থতায় অধিকাংশ জাতীয় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যায়। তবে কেবল দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট এবং জাতীয় মেডিকেল কলেজ উন্নতির পথে এগোতে থাকে।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম পর্বের ব্যর্থতার পর আন্দোলনে সাময়িকভাবে ভাটা পড়ে। এরপরই প্রথম পর্বের ক্ষীণতা কাটিয়ে চরমপন্থীরা পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ-এর ডাক দেন। এর ফলে বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রে আবার বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। এই যুগকে বলা হয় 'লাজপত-তিলক-বিপিন যুগ' বা 'লাল-বাল-পাল যুগ'। অতীতের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান চাহিদার সমন্বয় সাধন করে নতুন আশাবাদ সৃষ্টি করাই ছিল এই স্তরের

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শিক্ষা

1872 খ্রিস্টাব্দের 15 আগস্ট বিপ্লবী ঋষি অরবিন্দের জন্ম হয় কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন কৃষ্ণধন ঘোষ এবং মাতা স্বর্ণলতা দেবী। পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার কোন্নগরে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে 1879 খ্রিস্টাব্দে বিদেশ যাত্রা করেন। 1892 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রাইপস ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বরোদা কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। দেশের মাটিতে এসে একদিকে তিনি যেমন প্রাচ্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ভারতীয় জীবনের শাশ্বত ধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন, অপরদিকে বিদেশি শক্তির আগ্রাসনে গণতন্ত্রের মুক্তিস্পন্দন বাজায় বিচলিত হন। ধর্ম-কর্ম-জাতীয়তাবাদের বেদিতে নিজেকে সঁপে তিনি রচনা করেন—'Life Divine', 'The synthesis of yoga', 'কর্মযোগিন', গীতা-উপনিষদ-পুরাণ প্রভৃতি অবলম্বনে হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ।

জাতীয় শিক্ষাভাবনা

অধ্যাপনা করার কালে যোগী অরবিন্দ পরাধীন ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলামুক্ত করতে যে মহান ব্রতের ডাক দিয়েছিলেন, সে ডাকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমীরা সাড়া দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবনের সঙ্গে সংযোগহীন বিদেশি শিক্ষার সংস্কারকল্পে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একান্তই প্রয়োজন। তাঁর সেই বাসনাকে বাস্তবায়িত করতে মারাঠা বীর লোকমান্য তিলকের সঙ্গে যোগী অরবিন্দের মধ্যে যে নিখাদ যোগসূত্র রচিত হয়েছিল, সেই সূত্রই নবজাগরণের পথকে প্রশস্ত করেছিল। ঋষির মস্তকোপরি হতে নেমে এসে সেদিন ওই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ পরাধীন দেশের আকাশে, বাতাসে দেশাত্মবোধের নীতিতে জোয়ার এনেছিলেন। 1886 খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় ভারতের বড়োলাট লর্ড কার্জনের দুরভিসন্ধির খেলায় বাংলা দু-ভাগ হয়। 1905 খ্রিস্টাব্দের 16 অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে।

'বন্দেমাতরম্' নামে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটানো হয়, বিশেষ করে দেশের যুব সম্প্রদায়কে দৈহিক মানসিক-আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার পথ নির্দেশ করা হয়। দার্শনিক ঋষি অরবিন্দ সেদিন অনুধাবন করেছিলেন যে, শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষা। তাই তিনি এ পথেই হাঁটেন। ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজ শাসক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করলে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠিত হয়। 1906 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রী অরবিন্দ অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে দেশমাতৃকার বেদিতে নিবেদিত হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন এবং জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণে ব্রতী হন। 1906 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1910 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রায় 100টি সম্পাদকীয়, 1909 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1910 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত 'ধর্ম ও কর্মযোগী'তে তাঁর রচনাগুলি, 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার' বিষয়ে তাঁর মতামত, বিভিন্ন দেশাত্মবোধক বক্তৃতা প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ধারায় জোয়ার এনেছিল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অংশীদার বিপ্লবী অরবিন্দের কলম হতে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল—"The only true education will be that which will be an instrument for the real working of the spirit is mind and body of the individual and the nation."

এ সময় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক স্বদেশি পত্রিকা 'যুগান্তর' শাসকের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়। অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী কারাবরণ করেন। অত্যাচার, অনাচার, শাসন, শোষণ সত্ত্বেও আন্দোলন থেমে থাকেনি বরং ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা বাড়তে থাকে। আত্মত্যাগ ভারত জমিনে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয় এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়।

আন্দোলন চলাকালীন মাতৃভূমির অন্যতম সাধক বিপ্লবী অরবিন্দ 1908 খ্রিস্টাব্দের 3 মে বোমা বিস্ফোরণে যুক্ত থাকার অভিযোগে কারাবরণ করেন। এতে সংগ্রামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দ্রুতগতি ঘটে। যদিও এরপর

Scanned by CamScanner

অন্যতম উদ্দেশ্য হবে চরিত্র গঠনে এবং মানুষ তৈরিতে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যকে অন্যতম হাতিয়ার করে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে যেতে হবে। ইংরেজ প্রবর্তিত 'মুখস্থ পড়া নীতি' ভারতীয় গণশিক্ষাকে (Mass education) হত্যা করে কারণ ইংরেজরা জাতীয় শিক্ষা বিরোধী বাতাবরণ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী ছিলেন।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন, গণশিক্ষার মাধ্যমে মানবসত্তার যথার্থ বিকাশ ঘটাতে হবে। কারণ আপাত সুখ, আকাঙ্খা চরিতার্থ করার শিক্ষা দিয়ে কুসংস্কার জর্জরিত দেশান্তরে আবর্তিত দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। তাই তিনি চেয়েছিলেন মানুষ তৈরির শিক্ষা। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "The end of all education, all training should be man-making." তাঁর মতে বাস্তবর্জিত, পুঁথিভিত্তিক, ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক মুখস্থ পড়া বিদেশি শিক্ষার অসাড়তায় মানুষ তৈরি হয় না। মানুষ গড়ার জন্য চাই বাস্তবসম্মত, দেশজ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-ধর্মকেন্দ্রিক গণশিক্ষা। গণশিক্ষা, গণসচেতনতা গড়ার অন্যতম হাতিয়ার। এই সচেতনতায় সমৃদ্ধ মানুষেরাই কুসংস্কারমুক্ত দেশ গড়ে তিতে পারে। তাই স্বামীজি গণশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

দেশপ্রেমিক কর্মযোগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারত মাতৃকার বেদিমূলে আশ্রিত সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থেকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হতে বলেছেন। তিনি মনে করতেন মানবধর্মে উদ্দীপিত হয়ে ভারতবাসী জাতীয় শিক্ষা চেতনাকে সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত করে তুলবে।

স্বামীজি জাতীয় উন্নয়নের এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে, পুরুষদের মতো নারীশিক্ষাতেও সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, "There is no hope of rise for that family or Country where there is no eudcation of women, where they live in sadness. For this reason they have to rise first." অর্থাৎ, যে পরিবারে বা দেশে নারীদের কোনো শিক্ষা নাই এবং যেখানে তারা দুঃখের মধ্যে বাস করে, সেই পরিবারের বা দেশের উন্নয়নের আশা নাই। সেই জন্য প্রথমে তাদের তুলে ধরতে হবে কারণ, নারীশক্তির বিকাশই হল জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার।

ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষকদের ত্যাগের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষক হবেন ত্যাগী, চিত্তসংযমী, স্নেহপ্রবণ, পবিত্র মনের অধিকারী। তাঁর ভাষায়, "Tyagi can be a good teacher. A teacher must be dedicated to his profession and teach with devotion and purity of mind and heart." জাতীয় শিক্ষার উত্তরণে এবং জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে প্রয়োজন শিক্ষকের ত্যাগ, চিত্তসংযম, নিঃস্বার্থপরতা, উৎসর্গীকৃত মনোভাব প্রভৃতি। তাই কর্মযোগী স্বামীজি শিক্ষকের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবেকানন্দ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, আর এর মধ্য দিয়েই তিনি ভারতের জাতীয় শিক্ষার প্রসারে এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে এক মহান পথিকৃৎ হিসেবে অবদান রেখে গেছেন।

উপসংহার: তেজোদৃপ্ত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জাতীয় শিক্ষার সংস্কার, প্রসার ও আন্দোলনকল্পে যে বীজ বপন করে গেছেন, সেই বীজের ফসল, "মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী" ভোগ করছে, ফলে কামিনী কাঞ্চনত্যাগী ওই সন্ন্যাসী প্রণত মহাজাগরণের মহামন্ত্র মানুষ চিরকাল স্মরণ করবে এবং গ্রহণ করবে।

Scanned by CamScanner

মাতৃভাষায় অনুরাগ

শিক্ষানীতির ধারা অনুযায়ী জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উল্লেখ আছে। নবজাগরণের অন্যতম পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় আন্দোলনকে দৃঢ় ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত পঠনপাঠনে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করার কথা ব্যক্ত করে গেছেন। গুরুদেব মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধসম করে জাতীয় চেতনার উন্মেষ মাঝে জীবন গড়ার মন্ত্র দিয়ে গেছেন।

জাতীয়তাবাদ

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর সৃষ্টির মধ্যগগনে বিরাজমান তখন আমাদের ভারতে চলছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম। তিনি 'শিক্ষা সংস্কার', 'শিক্ষা সমস্যা', 'শিক্ষা বিধি', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', 'বিশ্বভারতী শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি শিক্ষামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে মানুষ তৈরির (Man making) প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। তিনি জাতীয়তাবাদে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

উপসংহার: রবীন্দ্রনাথ জাতীয় চেতনা প্রসার মাঝে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যে বীজ বপন করেছিলেন, সে বীজ আন্দোলনের ধারাপথে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে গতি এনেছিল এবং কালের ইতিহাসে জয়যাত্রার ধ্বজা তুলে ধরেছিল।

প্রশ্ন 3 **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা উল্লেখ করো।**

উত্তর

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা

পরাধীন ভারতের সংকটময় সন্ধিক্ষণে যে সমস্ত মহাপুরুষ ধর্মের-কর্মের নবজাগরণের পথে জাতীয় শিক্ষার জীবনটা কাটিয়ে স্বদেশবাসীকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মানবমুক্তির দূত স্বামী বিবেকানন্দ। সনাতন ধর্মের প্রচারক ও স্বদেশপ্রেমের অন্যতম উদ্বোধক স্বামী বিবেকানন্দ, উপলব্ধি করেছিলেন যে পরাধীনতার নাগপাশ হতে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে হলে চাই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। এটি একমাত্র গণশিক্ষা বা জাতীয় শিক্ষার হাত ধরেই আসতে পারে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সাধক হিসেবে স্বামীজির অবদান চিরস্মরণীয়।

জীবনদর্শন

বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসায় তাঁর জীবনবৃক্ষে নব কিশলয়ের সঞ্চার ঘটেছিল। তাঁর শিক্ষা চিন্তায় ছিল বাস্তববাদের (Realism/materialism) স্মরণ, ও জাতীয়তাবাদের বন্দন। তিনি পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন চেয়েছিলেন।

শিক্ষার সংজ্ঞা

শিক্ষাগুরু স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত সত্তার প্রকাশ যা মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান ("Education is the manifestation of perfection already in man")। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা বিদ্যমান তা শিক্ষার মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়।

জাতীয় অনুরাগ

যেহেতু মানুষের প্রকাশ ও বিকাশ সমাজকেন্দ্রিক, সেহেতু মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের পটভূমিতে ক্রিয়াশীল। তাই তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়েই সমাজকে জাগিয়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে, জাতীয় আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে তিনি বিশেষভাবে সমাজের সক্রিয়তা চেয়েছিলেন। তিনি যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।" দিব্যজ্ঞানের মূর্ত প্রতীক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার

ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা, মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্পেষণ, জীবন বিচ্ছিন্ন শিক্ষার কার্যক্রম, তাঁর মনোজগতে কুঠারাঘাত করেছিল। তিনি কবিতা, নাটক, উপন্যাস, সংগীত, প্রবন্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশপ্রীতি ও জাতীয় শিক্ষার ভাবধারণা দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন।

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার সমালোচনা ও রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ প্রবর্তিত কেরানি-গড়া শিক্ষানীতির অসারতা উপলব্ধি করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ওই শিক্ষানীতি ভারতের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের ধারা বহনে অক্ষম। এটি ইংরেজশাসনের অভিলাষ মাত্র। দুর্ভাগ্য তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের মাধ্যমে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জাতীয় শিক্ষা চেতনার অসামঞ্জস্যতার দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষার উত্তরণ ঘটিয়ে তাকে উপজীব্য করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ লর্ড মেকলের (Lord Macaulay) চুঁইয়ে পড়া নীতির (Downword filtration theory) তীব্র নিন্দা করেছেন। এই নীতিতে বলা হয়েছে, সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষগুলিকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তার ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের থেকে সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষা ক্রমশ চুঁইয়ে পড়বে।

মেকলের মিনিট (Macaulay's minutes) ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যে আঘাত হেনেছে। ভারতের শাশ্বত ধারা-বিচ্যুত এই পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি ভারতীয়দের ইংরেজ প্রভুদের কাছে দাস বানাতে প্রয়াসী হয়েছে। তাই জাতীয়তাবাদের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমাজ প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিক্ষার অভিষিঞ্চনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নীচের স্তর পরম্পরা নিত্য নীরস কাঠিন্যে সুদূর প্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে—এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয়নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।" এটি রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে ভয়শূন্য চিত্ত ও উন্নত শিরে জাতীয়তাবাদের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন। তাই তিনি নিম্ন-মধ্য-উচ্চবিত্ত সকল ভারতবাসীকেই একই শিক্ষানীতির সাযুজ্যের বন্ধনে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তিনি তাঁর গৃহ পরিবেশ থেকেই জাতীয় চেতনার শক্তি অর্জন করেছিলেন। সমাজসচেতক রবীন্দ্রনাথের গৃহ পরিবেশ ছিল জাতীয়তাবাদের আবহে পরিব্যাপ্ত। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যে হিন্দুমেলা বসত সেই মেলায় দেশাত্মবোধক সংগীত ও দেশাত্মবোধক কবিতা পরিবেশন করা হত। এ ছাড়াও স্বাদেশিকতার বিবিধ উপকরণ সেখানে প্রদর্শিত হত। জাতীয় ভাবধারায় উদ্দীপক সামাজিক পরিবেশ সিক্ত হত। রবীন্দ্রনাথ অবহেলিত, নিপীড়িত, দুর্গত দেশবাসীর জন্য রচনা করেছিলেন বিবিধ প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসী যাতে জাতীয় শিক্ষার ধারা প্রভাবিত হতে পারে এবং নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করে।

1905-1906 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিলেন।

গণশিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে গণশিক্ষাই মনের কালিমা, কুসংস্কার দূর করতে পারে, সংহতিপূর্ণ বিশ্বসংস্কৃতি গড়তে পারে। তাঁর মতে, গণনিরক্ষরতা জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী ও অভিশাপ। গণশিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ গণশিক্ষাকে (Mass education) তুলে ধরতে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতন এবং লোকশিক্ষা সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হলে নতুন শিক্ষাক্রমের আশু প্রয়োজন, তাই তিনি নতুন প্রয়াস গ্রহণ করেন। তাঁর এই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য 1937 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় তাঁরই সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে তাঁদের নীতি প্রাপ্ত হতে আরো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের মতামতের ভিত্তিতে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত এই পরিকল্পনা 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' (Wardha Scheme) নামে খ্যাত। ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরির উদ্দেশ্যে ড. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। 1937 খ্রিস্টাব্দে 29 ডিসেম্বর ওই কমিটি কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করা হলে তা মহাত্মা গান্ধি সমর্থন করেন। ওই শিক্ষা সংক্রান্ত দলিলে ছিল—[1] একটি মৌলিক শিল্প, [2] মাতৃভাষা, [3] সাধারণ বিজ্ঞান, [4] সমাজ বিজ্ঞান, [5] গণিত, [6] সংগীত ও অঙ্কন, [7] হিন্দুস্থানের ভাষা—হিন্দি বা উর্দু।

বুনিয়াদি শিক্ষার অর্থ

Basic শব্দটি এসেছে 'Base' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল কোনো কিছুর ভিত বা তল, যার ওপর সমস্ত বুনিয়াদই দাঁড়িয়ে আছে।

পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত ওই দলিলের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। শেষে 1945 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম সংযোজন ও বিয়োজনের নিমিত্ত সেবাগ্রামে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। ওই সম্মেলনে জীবনের চারটি স্তরের জন্য চারটি পৃথক পাঠক্রমের কথা উল্লিখিত হয়।

উক্ত পরিকল্পনার রূপরেখা হল—

[1] **প্রাক্-বুনিয়াদি শিক্ষা:** 7 বছর বয়সের নীচের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

[2] **বুনিয়াদি শিক্ষা:** 7 বছর থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

[3] **উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষা:** বুনিয়াদি শিক্ষার উত্তর পর্বে প্রাপ্তযৌবন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

[4] **বয়স্কদের শিক্ষা:** সর্বস্তরের বয়স্কদের জন্য শিক্ষা।

গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থায় বা 'নঈ তালিম'-এ যে দুটি শিক্ষা পদ্ধতি বা নীতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল—[1] সক্রিয়তার নীতি, [2] অনুবন্ধের নীতি। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে গান্ধিজির নির্দেশিত শিক্ষা পরিকল্পনা অপরিহার্য হলেও প্রশাসনিক ত্রুটি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, জনজাগরণের অভাবে তা যথাযথভাবে কার্যকরী হয়নি। ভারতের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্রমবিকাশ এমনিভাবেই গড়িয়ে গেছিল।

প্রশ্ন 3 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

রচনাধর্মী 3নং প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখো।

Scanned by CamScanner

সমাজসেবক, জাতীয় শিক্ষার ধারক ও বাহক মনীষীবৃন্দের কাছ থেকে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা নেওয়া।

[5] শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

উপসংহার: ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রভাবে যাঁদের মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর জীবনদর্শনের অনুধাবন করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন ত্যাগী-যোগী, জাতীয় চেতনায় উদ্ভাসিত মহাকালের যাত্রাপথে চলা এক অনন্যসাধারণ কালজয়ী মহামানব।

বিভাগ খ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 5

প্রশ্ন 1 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের অগ্রগতি আলোচনা করো।

উত্তর

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে প্রথম পর্বের অগ্রগতি

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পথ ধরেন। শুরু হয় 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন'। এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন শিক্ষাব্রতী, দেশহিতৈষী চিরস্মরণীয় পুরুষ—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা।

এঁদের আন্তরিকতা, সমাজ সচেতনতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে ওঠে। কলকাতা জাতীয় মহাবিদ্যালয় (National College) স্থাপিত হয় এবং এর অধ্যক্ষের পদটি গ্রহণ করেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। কারিগরি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার এর জন্য খোলা হয় Technical School। এভাবেই দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয় নানা ধরনের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটিই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব যা নব চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। এ ছাড়াও এই পর্বে সৃষ্টি হয়েছিল যথার্থ জাতীয় সংহতির বাতাবরণ।

প্রথম পর্বের ব্যর্থতা

প্রথম পর্বের এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতার অন্যতম কারণগুলি হল—

[1] জাতীয় শিক্ষামূলক ভাবধারা বাস্তবরূপ প্রাপ্ত হয়নি,

[2] আদর্শ শিক্ষকের অপ্রতুলতা,

[3] জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা সরকারি চাকরিতে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ায় জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের ব্যর্থতায় অধিকাংশ জাতীয় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যায়। তবে কেবল দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট এবং জাতীয় মেডিকেল কলেজ প্রগতির পথে এগোতে থাকে।

প্রশ্ন 2 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে বুনিয়াদি শিক্ষার ওপর কীরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল?

উত্তর

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে বুনিয়াদি শিক্ষার গুরুত্ব

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির প্রবর্তিত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা এবং বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা ঘটে। গান্ধিজি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম দূত, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রধানতম পথিকৃৎ। পরাধীন ভারতে জাতীয় শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিল না, বরং সেখানে ছিল বিদেশি শাসনের কারাগারে বন্দি শিক্ষাক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে জাতীয় শিক্ষা চেতনার উন্মেষ ঘটে ও জাতীয় শিক্ষার প্রসার ঘটে।

ভাগবৎ চতুষ্পাঠী ও ডন পত্রিকা প্রকাশন।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম দূত স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাধান্য, শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা-সহ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের সীমাবদ্ধতা, ঐতিহ্যের দীনতা। তাই তিনি শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে ভারতের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাকে কেন্দ্র করে 1895 খ্রিস্টাব্দে গড়ে তুলেছিলেন 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠী'। এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। গুরু-শিষ্যের আত্মিক বন্ধনে বাঁধা এই প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত পাঠক্রম অনুসরণ করা হত। ফলে এখানে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরি বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা বহনকারী 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠীর' আদর্শ-উৎকর্ষ-ঐশ্বর্যের নবসজ্জা জনমানসে তুলে ধরতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 1897 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'ডন পত্রিকা'। এই পত্রিকায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ক এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপানো হত।

যে সকল বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ এবং ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক লেখা দিয়ে এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—যদুনাথ সরকার, মহেন্দ্রলাল সরকার, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভগিনী নিবেদিতা, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ।

ডন সোসাইটি

শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম দূত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 1902 খ্রিস্টাব্দে বেসরকারি সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ডন সোসাইটি'। 1906 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হলে ডন সোসাইটি উক্ত পরিষদের অঙ্গীভূত হয়ে কাজ শুরু করে। ওই ডন সোসাইটিতে স্থান পেয়েছিল ডন পত্রিকা। 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠী'-র মুখপত্র 'ডন পত্রিকা' ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতীয় ধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে, ভারতীয় প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে ওই পত্রিকায় ভারতীয় রীতিনীতি সংস্কৃতির কথা প্রকাশিত হত। পরাধীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করা হত। এ ছাড়াও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, শিল্পকলা, স্থাপত্য, নৌবিদ্যা প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রবন্ধও প্রকাশিত হত। তাই ডন পত্রিকা সেদিন ডন সোসাইটির কপালে এঁকে দিয়েছিল নতুন টিপ যা উদ্ভাসিত করেছিল নতুন দিগন্ত।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে গতি আনতে ডন পত্রিকার অন্তর্গত ছাত্র বিভাগে সমাজতান্ত্রিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়, আত্মপ্রত্যয়, আত্মসত্তা-আত্মনিয়ন্ত্রণ বোধের পন্থা প্রভৃতি তুলে ধরা হত।

ডন সোসাইটির কর্মধারা

ডন সোসাইটি ছিল ডন পত্রিকার প্রয়োগ বাহু (Action wing)। এই প্রয়োগ বাহুর প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি হল—

(1) শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে স্বদেশপ্রীতির উত্তরণ ঘটানো।

(2) শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়ে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটাতে আলোচনা সভা, সামাজিক, অনুষ্ঠান, প্রবীণদের সঙ্গে নবীন শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার প্রভৃতির আয়োজন করা।

(3) সাধারণ মহাবিদ্যালয়ে প্রচলিত প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা দূর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(4) দীনেশচন্দ্র সেন, রাসবিহারী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি, ভগিনী নিবেদিতা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ,

Scanned by CamScanner

আলিপুর সেশন কোর্টে বিচার শুরু হলে বিচারপতি Beachcroft সাহেবের কাছে শ্রীঅরবিন্দ-সহ কয়েকজন মুক্তি পান। এরপর শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোনিবেশ করেন এবং পণ্ডিচেরিতে (পুদুচেরি) আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

উপসংহার: জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের (National Education Movement) আড়ালায় স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীঅরবিন্দের নাম স্বাক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রশ্ন 5 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার অবদান তুলে ধরো।

উত্তর

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার অবদান

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি ও মহানুসন্ধানী সাধিকা নিবেদিতা সম্বন্ধে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "মনে হয় যেন প্রাচীন কালের কোনো ঋষির মুক্ত আত্মা এঁর (পাশ্চাত্য) দেহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে, যাতে পাশ্চাত্য জীবনীশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইনি পুরাতন ভালোবাসার চেনা জায়গাটিতে ফিরে এসে— এখানকার জনগণের সেবা করতে পারেন।"

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম দূত হলেন কর্মযোগী, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতা। নিবেদিতার জাতীয় ভাবনা নিহিত আছে তাঁর 'The Master a I saw Him', 'Notes of some wanderings with Swami Vivekananda,' 'The web of Indian life' প্রভৃতি গ্রন্থে।

স্বামীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিবেদিতা (তখন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল) 1898 খ্রিস্টাব্দের 28 জানুয়ারি ভারতে এসেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষিত হন এবং নতুন নাম 'নিবেদিতা' শব্দে অলংকৃত হন।

স্বামীজি তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "স্বদেশ ও ধর্মের মধ্যে যেন সমন্বয় ঘটে অর্থাৎ শিক্ষা যেন একই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রেমী ও ধর্মপ্রাণ করে তোলে। হিন্দুধর্ম নিষ্ক্রিয় না থেকে সক্রিয় এবং অপরের উপর প্রভাবশালী হোক ... ভারতের অভাব কর্মকুশলতা, কিন্তু সেজন্য প্রাচীন চিন্তাশীল জীবন সে যেন কখনও ত্যাগ না করে।"

দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আদেশে নিবেদিতা 13 নভেম্বর 1898 খ্রিস্টাব্দে মা সারদাদেবীর উপস্থিতিতে বাগবাজার পল্লিতে নারীশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। শ্রীমা সেদিন প্রার্থনা করেন, "যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।"

সাধিকা নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন যে, প্রাচ্যের মেয়েদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করে তাদের আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মত্যাগী করে তুলতে হবে চাই শিক্ষা। তাঁর মতে ভারতীয় নারীসমাজ যদি জাতীয়তার মহা আরতি সম্পাদন করতে পারে, তাহলে ভারতমাতার মন্দিরটি সর্বতোভাবে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। নিবেদিতার ভাষায়, "Her (Indians) sanctuary today is full of shadows. But when the womanhood of India can perform the great Arati of Nationality, that temple shall be all light, ray, the dawn verily

Scanned by CamScanner

12 সেবাগ্রাম সম্মেলনে উল্লিখিত বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রমটি লেখো।

উত্তর ▸ বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রমে সংযোজন ও বিয়োজনের জন্য 1945 খ্রিস্টাব্দে সেবাগ্রামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জীবনের চারটি স্তরের জন্য যে চারটি পৃথক পাঠক্রমের উল্লেখ ছিল, সেগুলি হল—

[1] প্রাক-বুনিয়াদি শিক্ষা: 7 বছর বয়সের নীচে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

[2] বুনিয়াদি শিক্ষা: 7 বছর থেকে 14 বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

[3] উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষা: বুনিয়াদি শিক্ষার উত্তর পর্বে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা।

[4] বয়স্কদের জন্য শিক্ষা: সর্বস্তরের বয়স্কদের জন্য শিক্ষা।

13 গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় বা 'নঈ তালিম'-এ উল্লিখিত শিক্ষাপদ্ধতি বা নীতিগুলি কী কী?

উত্তর ▸ গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা বা 'নঈ তালিম'-এ যে দুটি শিক্ষাপদ্ধতির বা নীতির কথা বলা হয়েছে, সে দুটি হল—

[1] সক্রিয়তার নীতি এবং [2] অনুবন্ধের নীতি।

14 স্বাধীন ভারতে জাতীয় সরকারের উদ্যোগে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে লেখো।

উত্তর ▸ স্বাধীন ভারতে জাতীয় সরকারের উদ্যোগে 1948 খ্রিস্টাব্দে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, 1948-49 বা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, 1948-49 নামে খ্যাত।

15 স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে লেখো।

উত্তর ▸ স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন জাতীয় সরকারের উদ্যোগে 1952 খ্রিস্টাব্দে ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল। এই কমিশন মুদালিয়র কমিশন 1952-53 বা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, 1952-53 নামে খ্যাত।

16 কোঠারি কমিশন বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কবে এবং কার সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল?

উত্তর ▸ কোঠারি কমিশন বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশন 1964 খ্রিস্টাব্দের 14 জুলাই ড. ডি এস কোঠারির সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল।

17 রামমূর্তি কমিটি, জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986-র পর্যালোচনার ফলশ্রুতিতে যে সুপারিশ পেশ করেছিলেন তার নাম কী ছিল?

উত্তর ▸ রামমূর্তি কমিটি 1990 খ্রিস্টাব্দের 26 ডিসেম্বর জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986-র পর্যালোচনা ফলশ্রুতিতে যে সুপারিশ পেশ করেছিলেন, তার নাম হল—"Toward an enlightened and humane society, NEP, 1986–A review."

18 Programme of Action, 1992 বা POA, 1992 কী?

উত্তর ▸ রামমূর্তি কমিটির খসড়া, তানাদন কমিটির কিছু সুপারিশ-সহ প্রস্তাব পার্লামেন্টে 1992 খ্রিস্টাব্দে মে মাসে অনুমোদিত হয়। ওই চূড়ান্ত খসড়া রূপায়ণের জন্য যে কর্মসূচি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়, তাকে বলে Progamme of Action 1992 বা, POA, 1992।

19 'চুঁইয়ে পড়া নীতি'-র প্রবর্তক কে? এই নীতি কী?

উত্তর ▸ 'চুঁইয়ে পড়া নীতি'র প্রবর্তক হলেন লর্ড মেকলে (Lord Macaulay)।

▸ এই নীতিতে বলা হয়েছে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষগুলিকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তার ফলশ্রুতিতে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্রমশ চুঁইয়ে পড়বে।

Scanned by CamScanner

4 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পুরোভাগে যুক্ত কয়েকজন শিক্ষাব্রতী, দেশহিতৈষী, চিরস্মরণীয় পুরুষের নাম লেখো।

উত্তর ▸ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পুরোভাগে যুক্ত কয়েকজন কালজয়ী মহাপুরুষ হলেন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

5 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলি লেখো।

উত্তর ▸ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলি হল—[1] জাতীয় শিক্ষামূলক ভাবনাচিন্তায় বাস্তবতার অভাব, [2] আদর্শ শিক্ষকের অপ্রতুলতা, [3] জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা সরকারি চাকরিতে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ায় জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

6 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে ব্যর্থতার পরেও কী কী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেঁচে ছিল?

উত্তর ▸ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের ব্যর্থতার পরেও যে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেঁচে ছিল সেগুলি হল—[1] যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং [2] জাতীয় মেডিকেল কলেজ।

7 'লাজপত-তিলক-বিপিন' যুগ বা 'লাল-বাল-পাল' যুগ কাকে বলে?

উত্তর ▸ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের জঙ্গিতা কাটাতে চরমপন্থীরা পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের ডাক দিয়ে প্রধানত বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। এই যুগকে বলা হয় 'লাজপত-তিলক-বিপিন' যুগ বা 'লাল-বাল-পাল' যুগ। অতীতের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান চাহিদার সমন্বয় সাধন করে নতুন আশাবাদ সৃষ্টি করাই ছিল এই নবীন মানসিক প্রবণতা।

8 কত খ্রিস্টাব্দে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড' রিপোর্ট প্রকাশিত হয়? একে ভিত্তি করে কত খ্রিস্টাব্দে কোন্ আইন বিধিবদ্ধ হয়?

উত্তর ▸ 1918 খ্রিস্টাব্দে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড' রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

▸ এই রিপোর্টের ভিত্তিতে 1919 খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়।

9 মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিতে থাকা যে-কোনো দুটি ক্ষেত্রের নাম লেখো। 'খিলাফৎ আন্দোলন' শুরু হলে জাতির জনক কী ভূমিকা নেন?

উত্তর ▸ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিতে থাকা দুটি ক্ষেত্র হল—[1] ইংরেজ সরকারকে সাহায্য না করা, [2] সরকারি স্কুল ও কলেজ বর্জন করা।

▸ মুসলমানগণ কর্তৃক গঠিত খিলাফৎ আন্দোলনকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি সমর্থন করেন। ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মানবজমিনে মিলনের ঐক্য রচিত হয়।

10 ওয়ার্ধা পরিকল্পনা কী?

উত্তর ▸ 1937 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধির সভাপতিত্বে একটি শিক্ষাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগা বিদগ্ধ শিক্ষাবিদগণের মতামতের ভিত্তিতে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত এই পরিকল্পনা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

11 ড. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিল? সেই দলিলে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল?

উত্তর ▸ 1937 খ্রিস্টাব্দের 2 ডিসেম্বরে এ পেশ করা শিক্ষা দলিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল—[1] একটি মৌলিক শিল্প, [2] মাতৃভাষা, [3] সামান্য বিজ্ঞান, [4] সমাজ বিজ্ঞান, [5] গণিত, [6] সংগীত ও অঙ্কন, [7] হিন্দুস্থানের ভাষা—হিন্দি বা উর্দু।

Scanned by CamScanner

ইতিহাস, শিল্পকলা, স্থাপত্য, নৌবিদ্যা প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রবন্ধও প্রকাশিত হত। তাই ডন পত্রিকা সেদিন ডন সোসাইটির কপালে এঁকে দিয়েছিল নতুন তিলক যা উদ্ভাসিত করেছিল নতুন দিগন্ত।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে গতি আনতে ডন পত্রিকার অন্তর্গত ছাত্রবিভাগে সমাজতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়, আত্মত্যাগ, আত্মসত্তা-আত্মনির্ভরতাবোধের পন্থা প্রভৃতি তুলে ধরা হত। পরাধীন ভারতবাসীর মনোজগতের ভিত দৃঢ় করতে জাতীয়তাবাদের পাদপীঠে উৎসর্গীকৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাত্র বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনমানসে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রদানে ব্রতী হয়েছিলেন।

ডন সোসাইটির বিশেষ বিশেষ কর্মধারা

ডন সোসাইটি ছিল 'ডন পত্রিকা'র প্রয়োগ বাহু (Action wing)। এই প্রয়োগ বাহুর কাজের ক্ষেত্রগুলি হল—

[1] শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে স্বদেশপ্রীতির উত্তরণ ঘটানো।

[2] শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়ে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটাতে আলোচনা সভা, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রবীণদের সঙ্গে নবীন শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার প্রভৃতির আয়োজন করা।

[3] সাধারণ মহাবিদ্যালয়ে প্রচলিত প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা দূর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

[4] দীনেশচন্দ্র সেন, রাসবিহারী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি, ভগিনী নিবেদিতা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, জাতীয় শিক্ষার ধারক ও বাহক মনীষীবৃন্দের কাছ থেকে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা নেওয়া।

[5] শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

উপসংহার: ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব জাগরণের প্রাঙ্গণ যাঁদের দানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর জীবনদর্শনের অনুধাবন করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন ত্যাগী-যোগী, জাতীয় চেতনায় উদ্ভাসিত মহাকালের যাত্রাপথে চলা এক অনন্যসাধারণ কালজয়ী মহামানব।

বিভাগ গ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 2

1 ভারতে জাতীয়তাবাদী শক্তির মূল উৎস কী ছিল?

উত্তর ▸ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি সরকারের কর্তৃত্বের কঠোরতা, মাধ্যমিক শিক্ষায় সংকোচননীতি, বঙ্গভঙ্গ ক্রিয়াকলাপ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনার্থে নানাবিধ সার্কুলার প্রভৃতি ভারতবাসীকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এগুলিই ভারতে জাতীয়তাবাদী শক্তি জুগিয়েছিল।

2 কার্লাইল সার্কুলার কী?

উত্তর ▸ ব্রিটিশ সরকারের চিফ সেক্রেটারি আর ডব্লিউ কার্লাইল ভারতীয় ছাত্রসমাজকে স্বদেশি আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য এক আইন জারি করেন (1905 খ্রি. 10 অক্টোবর), যা কার্লাইল সার্কুলার নামে পরিচিত।

3 কার্লাইল সার্কুলারের ফলে ছাত্রসমাজের কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল?

উত্তর ▸ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত কামনা-বাসনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, মানসিক প্রবণতা, নীতিবোধ, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির তাড়নায় ছাত্রসমাজ কার্লাইল সার্কুলারে ভীত না হয়ে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল এবং বিপ্লবী সমিতিগুলির তালিকায় নাম নথিভুক্ত করিয়েছিল।

Scanned by CamScanner